সামাজিক সমস্যা
Social problems

ইউনিট ১৫

ভূমিকা : বিশ্বের কোনো সমাজই পুরোপুরি সমস্যামুক্ত নয়। প্রাচীন এবং মধ্য যুগের সমাজে যেমন বিভিন্ন সমস্যা বিদ্যমান ছিল, তেমনি আধুনিক সমাজেও নানা ধরনের সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। দরিদ্র এবং উন্নয়নশীল দেশের সমাজে একধরনের সমস্যা রয়েছে। আবার শিল্পোন্নত দেশের সমাজও কোনো না কোনো সমস্যায় আক্রান্ত। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল ও অনগ্রসর দেশ। এদেশের অধিকাংশ সামাজিক সমস্যার মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক সমস্যা তথা দারিদ্র্য। অধিক জনসংখ্যাও বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যা তৈরি করে। নিরক্ষরতা এবং কর্মমুখী শিক্ষার অভাব বেকাত্ব বৃদ্ধি করছে। সন্ত্রাস, মাদকাসক্তি, দুর্নীতি ইত্যাদি সামাজিক শৃঙ্খলাকে বিপর্যস্ত করে তুলছে। অপসংস্কৃতি ও আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবে কিশোর-তরুণরা অনেক ক্ষেত্রে বিপথগামী হচ্ছে। জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার প্রতি আসক্তি সমাজে অস্থিরতা অনিশ্চিত পরিবেশ তৈরি করছে। এসবই আমাদের সামাজিক সমস্যা। এসব সমস্যার নানা কারণ যেমন আছে, তেমনি আছে এর প্রতিকার। বর্তমান ইউনিটে সামাজিক সমস্যা, এর কারণ ও প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০৪ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ১৫.১: সামাজিক সমস্যা
পাঠ ১৫.২: সামাজিক সমস্যার কারণ
পাঠ ১৫.৩: সামাজিক সমস্যার ধরন
পাঠ ১৫.৪: সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধের উপায়

পাঠ-১৫.১ সামাজিক সমস্যা
Social problems

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সামাজিক সমস্যা, সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্য।

সামাজিক সমস্যা কী?

সমাজে মানুষ কতকগুলো সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে তাদের যাবতীয় জৈবিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। কিন্তু এ প্রক্রিয়াটি সব সময় সঠিকভাবে কার্যকর থাকে না। কখনো কখনো এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে, যাতে সমাজের একটি বড় অংশের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং মানুষ বিপন্ন বোধ করে। সমাজে কোনো বিষয়ে এরূপ পরিস্থিতি তৈরি হলে তাকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অর্থাৎ সামাজিক সমস্যা হচ্ছে সমাজের অধিকাংশ মানুষের জন্য ক্ষতিকর, অস্বস্তিকর ও ঝুঁকিপূর্ণ বিশেষ পরিস্থিতি।

সমাজবিজ্ঞানী হর্টনের (P. B. Horton) মতে, সামাজিক সমস্যা বলতে এমন অবস্থা বোঝায় যা সমাজের অধিকাংশ মানুষের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে এবং যা সমষ্টিগতভাবে মোকাবেলা করার প্রয়োজন হয়।

স্যামুয়েল কোয়েনিগ (Samuel Koenig) বলেছেন, সামাজিক সমস্যা হলো এমন ধরনের পরিস্থিতি যা সমাজ তার প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা বা কল্যাণের প্রতি হুমকিস্বরূপ এবং যে কারণে এগুলোর লাঘব বা উচ্ছেদের প্রয়োজন হয়।

ডেভিড ড্রেসলার বলেছেন, সামাজিক সমস্যা হল মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে সৃষ্ট এমন একটি অবস্থা, যাকে সমাজের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মানুষ অস্বাভাবিক বা অবাঞ্ছিত বলে মনে করে এবং প্রতিকার বা প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে তা দূরীকরণে কর্মতৎপর হয়।

সুতরাং সামাজিক সমস্যা হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত জীবন যাপনের পথে বাধা সৃষ্টিকারী ও সামাজিক অগ্রগতির প্রতিকূল অবস্থা ও পরিবেশ। সামাজিক সমস্যা কোনো তাৎক্ষণিক বা ক্ষণস্থায়ী বিষয় নয়। এটি অনেকটা দীর্ঘমেয়াদি, তবে সমাধানযোগ্য। তবে একটি সমস্যার সমাধান হলে আবার নতুন আরেকটি সমস্যার উদ্ভব ঘটতে পারে।

সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্যসমূহ

সমাজবিজ্ঞানীগণ সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণের জন্য কতকগুলো বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে থাকেন। এসব বৈশিষ্ট্যের আলোকে বিশেষ বিশেষ সমস্যাকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যেমন:

১। অবাঞ্ছিত ও ক্ষতিকর: সামাজিক সমস্যা এমন একটি অবস্থা যা মানুষের প্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক জীবন যাপনে বাধার সৃষ্টি করে এবং সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। যেমন দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, জনসংখ্যা স্ফীতি ইত্যাদি।

২। সমাজের অধিকাংশ মানুষকে প্রভাবিত করে: কোনো সামাজিক নাজুকতা যখন সমাজের অনেক মানুষকে প্রভাবিত এবং ক্ষতিগ্রস্থ করে কেবল তখনই তাকে সামাজিক সমস্যারূপে গণ্য করা হয়।

৩। বস্তুগত ও মনোগত দিক: সামাজিক সমস্যার দুটো দিক রয়েছে। একটি হচ্ছে বস্তুগত অপরটি মনোগত দিক। সমস্যার বস্তুগত দিক বলতে যা মানুষের বৈষয়িক ক্ষতি সাধন করে। ফলে মানুষের বাঞ্ছিত জীবনযাপন ব্যাহত হয়। যেমন দরিদ্রতার ফলে মৌলিক চাহিদাসমূহ যথাযথভাবে পূরণ হয় না। সমস্যার মনোগত দিক বলতে যা মানুষের মনে হতাশা, ক্ষোভ, উত্তেজনা ইত্যাদি সৃষ্টি করে। দরিদ্রতার ফলে মৌলিক চাহিদা পূরণ না হলে দরিদ্র মানুষের মনে দুঃখ, হতাশা, ক্ষোভ ইত্যাদি জন্মে, যা বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৪। জনগণের সচেতনতা ও পরিবর্তনের জন্য যৌথ প্রচেষ্টা: সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, কোনো ক্ষতিকর অবস্থার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সমাজের অধিকাংশ মানুষ সচেতন না হলে তার সমাধান সম্ভব নয়। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কোনো সমস্যাকে সামাজিক সমস্যা বলে বিবেচনা করা যায়। তবে কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন, সমাজের অধিকাংশ মানুষ সমাজের ক্ষতিকর অবস্থা সম্পর্কে সচেতন ও তার মোকাবেলার জন্য সচেষ্ট না হলেও তা এক ধরনের সমস্যা। যেমন–একশ' বছর আগে এদেশের মানুষ নিরক্ষরতা সম্পর্কে সচেতন ছিল না কিন্তু তা সত্ত্বেও নিরক্ষরতা একটি সামাজিক সমস্যা ছিল।

৫। সমাধান যোগ্যতা: সামাজিক সমস্যা সাধারণত সামাজিক পরিবেশ থেকেই উদ্ভূত। ফলে সমস্যার কারণ নির্ণয় করে এর সমাধান দেয়া সম্ভব। সমাধান সম্ভব নয়– এমন কোনো বিষয়কে সামাজিক সমস্যা বলে বিবেচনা করা যায় না। যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্বিপাক সামাজিক সমস্যা নয়।

৬। পারস্পরিক নির্ভরশীলতা: সমাজের বিভিন্ন বিষয়গুলো পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাই সামাজিক সমস্যাগুলোও একটি অপরটি দ্বারা প্রভাবিত। যেমন দরিদ্রতার ফলে স্বাস্থ্যহীনতা দেখা দেয়। আবার স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তি কর্মক্ষমতা হারিয়ে দারিদ্র্যের চক্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

৭। সমাজ থেকে উদ্ভূত: সামাজিক সমস্যা বিধি-নির্ধারিত দুর্যোগ কিংবা প্রকৃতিগতভাবে সৃষ্ট কোনো পরিস্থিতি নয়। প্রতিটি সামাজিক সমস্যা ঐ সমাজ থেকেই উদ্ভূত এবং এর পেছনে যুক্তিসঙ্গত বাস্তব কারণ থাকে। এ কারণসমূহ প্রধানত মানুষের দ্বারা সৃষ্ট। সমাজবিজ্ঞানীগণের মতে, সমাজব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে অপরাগতা ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা থেকে সামাজিক সমস্যা জন্মলাভ করে।

৮। স্থায়িত্ব: সামাজিক সমস্যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এর স্থায়িত্ব। সামাজিক সমস্যা চিরস্থায়ী না হলেও একটানা এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। ক্ষণস্থায়ী এবং অনিয়মিত কোনো সামাজিক বিপর্যয় বা দুর্ঘটনাকে সামাজিক সমস্যা বলা যায় না।
উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর মাধ্যমেই সামাজিক সমস্যা নিরূপণ করতে হবে। তবে সামাজিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সামাজিক সমস্যায়ও পরিবর্তন আসতে পারে। পরিবর্তন হতে পারে সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্যে। এটিই সমাজের নিরন্তর বাস্তবতা।

শিক্ষার্থীর কাজ	সামাজিক সমস্যার ৫টি বৈশিষ্ট্য লিখুন।	**সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজের এক অনিবার্য বাস্তবতা হচ্ছে সামাজিক সমস্যা। উন্নত কিংবা দরিদ্র, শিক্ষিত কিংবা নিরক্ষর, আধুনিক কিংবা অনগ্রসর সব সমাজেই সামাজিক সমস্যার অস্তিত্ব রয়েছে। তবে সময় ও স্থানভেদে সমস্যার ধরন ও প্রকৃতি আলাদা। সামাজিক সমস্যাসমূহ সংশ্লিষ্ট সমাজ থেকেই উদ্ভূত। সমাজে নাজুকতা তৈরি করলেও এসব সমস্যা সমাধানযোগ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোনটি সামাজিক সমস্যা নয়?
(ক) দারিদ্র্য (খ) বাল্যবিবাহ (গ) বিদ্যুৎসঙ্কট (ঘ) নিরক্ষরতা

২। সামাজিক সমস্যা সমাজের–
(ক) খুব অল্পসংখ্যা মানুষকে ক্ষতিগ্রস্থ করে (খ) অধিকাংশ মানুষকে ক্ষতিগ্রস্থ করে
(গ) সব মানুষকে ক্ষতিগ্রস্থ করে (ঘ) কোনো মানুষকেই ক্ষতিগ্রস্থ করে না

পাঠ-১৫.২ সামাজিক সমস্যার কারণ

Causes of Social problems

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিক সমস্যার কারণ আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সামাজিক সমস্যার কারণ।

সামাজিক সমস্যার কারণসমূহ

বাংলাদেশে বিদ্যমান সামাজিক সমস্যা যেমন একদিনে সৃষ্টি হয়নি, তেমনি এর কারণও বহুমুখী। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার কতগুলো কারণ এখানে উল্লেখ করা হলো:

১। দীর্ঘদিনের পরাধীনতা: বাংলাদেশ প্রায় ২১৫ বছর ঔপনিবেশিক শাসকদের অধীনে ছিল। সাম্রাজ্যবাদী সরকার তাদের শাসনকালকে দীর্ঘস্থায়ী করার উদ্দেশ্য এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে নানাভাবে বাধাগ্রস্থ করেছে। ফলে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি হয় তাতে সমাজে নানা ধরনের সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, জীবন-বিমুখ দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি সমস্যার মূলে রয়েছে দীর্ঘ দিনের পরাধীনতা।

২। মৌলিক মানবিক চাহিদার অপূরণ: বাংলাদেশে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির অন্যতম কারণ মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থতা। ২০১৬ সালে দেশের প্রায় ১৩ শতাংশ মানুষ হতদরিদ্র ছিল যাদের পক্ষে মৌলিক চাহিদা পূরণ সম্ভব হয়নি। মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের অভাবে সমাজে নিরক্ষরতা, স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা ইত্যাদি সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। আবার বৈধ উপায়ে মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে অবৈধ উপায় যেমন পতিতাবৃত্তি, চুরি-ডাকাতি, খুন-খারাবি, ঘুষ, দুর্নীতি ইত্যাদি অবলম্বন নতুন নতুন সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে।

৩। জনসংখ্যা বৃদ্ধি: বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ জনসংখ্যার আধিক্য। বাংলাদেশের আয়তন ও সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশি এবং তা দ্রুতহারে বেড়ে চলেছে। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সমান্তরালভাবে তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। ফলে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, অপরাধ প্রবণতা, নিরক্ষরতা ইত্যাদি বহু সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪। প্রাকৃতিক দুর্যোগ: বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগবলয়ে অবস্থিত। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, নদীর ভাঙ্গন, বন্যা ইত্যাদি দুর্যোগে প্রতি বছরই দেশের জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় সমাজে দারিদ্র্য, ভিক্ষাবৃত্তি, অপরাধ প্রবণতা, পতিতাবৃত্তি, নৈতিক অধঃপতন, অতিমাত্রায় নগরমুখিতা (Urban migration), বস্তিসমস্যা ইত্যাদি মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পায়।

৫। শিল্পায়ন ও নগরায়ন: অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে সমাজ জীবনে নানা সমস্যা ও প্রতিকূলতা দেখা দিয়েছে। এর প্রভাবে পরিবারের ভাঙ্গন, কিশোর অপরাধ, সামাজিক বন্ধনে শিথিলতা, পতিতাবৃত্তি, বস্তিসমস্যা সৃষ্টি হয়েছে।

৬। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা: স্বাধীনতা পূর্বকাল থেকেই বাংলাদেশে নানা ধরনের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা বিরাজমান। ১৯৭৫ সালের পরবর্তী সময়ে দীর্ঘদিন দেশে সামারিক শাসন বিদ্যমান থাকায় অধিকাংশ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সঠিকভাবে স্বাভাবিক ভূমিকা পালন করতে পারেনি। নানাবিধ রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে সমাজে অপশক্তিসমূহ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এতে করে সন্ত্রাস, সম্পদ আত্মসাৎ, ঘুষ, কালোবাজারী ও চোরাচালানী, জঙ্গিবাদ-মৌলবাদী অপতৎপরতা বেড়ে গিয়েছিল।

৭। সমস্যার পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও প্রতিক্রিয়া: সমাজের প্রায় প্রতিটি প্রিতিষ্ঠানই পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং একটি অন্যটির উপর নির্ভরশীল। ফলে একটি সমস্যা অপর সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং অন্য সমস্যাকে জটিল করে তোলে। যেমন, দারিদ্র্যের ফলে নিরক্ষরতাসহ অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে, তেমনি নিরক্ষরতা ও অন্যান্য সমস্যাও দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ।

৮। সম্পদের অসম বণ্টনঃ সম্পদের অসম বণ্টন সামাজিক সমস্যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ। বাংলাদেশের মোট সম্পদের সিংহভাগ হাতেগোনা কিছু মানুষ ভোগ করে। বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দরিদ্র মানুষ আরো দরিদ্র হচ্ছে এবং ধনীর সাথে দরিদ্র মানুষের বৈষম্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্পদের এ অসম বণ্টনের ফলেও নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

৯। অপসংস্কৃতির প্রভাবঃ আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং মুক্ত গণ্যমাধ্যমের কল্যাণে আমাদের সংস্কৃতিতে অপসংস্কৃতির বিশেষ প্রভাব পড়েছে। বিদেশী সিনেমা ও সিরিয়ালের অশ্লিলতা, পর্ণোগ্রাফি, প্রতারণা, সন্ত্রাসী তৎপরতা, ধর্ষণ, অপহরণ, খুন ইত্যাদি আমাদের কিশোর ও তরুণ সমাজকে প্রভাবিত করছে। তাদের নানা কার্যক্রম ও আচার-আচরণে সমাজে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

১০। আন্তর্জাতিক চক্রঃ বাংলাদেশের সব সমস্যা শুধু বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ কারণে সৃষ্টি হয়নি, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কারণেও সৃষ্টি হয়েছে। যেমন অস্ত্র, সন্ত্রাস, মাদক ও স্বর্ণ চোরাচালান অভ্যন্তরীণ সমাজকাঠামো নানাভাবে প্রভাবিত করছে। এসব সমস্যার অনুষঙ্গ হিসেবে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, খুন-খারাবি, যৌনাচার ইত্যাদি অপরাধও বেড়ে চলেছে।

১১। নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারঃ নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার যে কোনো সমাজের জন্যই চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশের প্রায় ৫০ ভাগ লোক নিরক্ষর, অসচেতন এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। এ কারণে স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, জনসংখ্যাস্ফীতি, দারিদ্র্য, দুর্নীতি, যৌতুক প্রথাসহ বহু সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সামাজিক সমস্যার কারণগুলো চিহ্নিত করুন।	**সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

অনেক ক্ষেত্রে একটি সমস্যা নতুন নতুন সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। যেমন অধিক জনসংখ্যা কিংবা দারিদ্র্য আরো অনেক সামাজিক সমস্যা তৈরি করে। বস্তুত সামাজিক সমস্যার কারণ বহুমুখী। দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শাসন বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির অন্যতম কারণ। এছাড়া ছোট্ট ভূখণ্ডে বিশাল জনগোষ্ঠী, তাদের দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ইত্যাদি সামাজিক সমস্যাকে তীব্র করে তুলেছে। অপসংস্কৃতি এবং আকাশসংস্কৃতিও সমাজে নতুন নতুন সমস্যা তৈরি করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোনটি সামাজিক সমস্যার কারণ?

(ক) সম্পদের অসম বণ্টন (খ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ

(গ) পরিবেশ দূষণ (ঘ) ক ও খ উভয়।

২। অপসংস্কৃতির প্রভাবে–

(ক) সমাজে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাচ্ছে (খ) বেকারত্ব বাড়ছে

(গ) কিশোর-তরুণরা বিপথগামী হচ্ছে (ঘ) মাদকাসক্তি বাড়ছে

পাঠ-১৫.৩ সামাজিক সমস্যার ধরন
Types of Social problems

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিক সমস্যার ধরন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সামাজিক সমস্যার ধরন।

সামাজিক সমস্যার ধরন (Types of Social problems)

সব সমাজের সামাজিক সমস্যা এক ও অভিন্ন নয়। ইউরোপ-আমেরিকায় বৃদ্ধবয়সের নিঃসঙ্গ জীবন, বিবাবহবিচ্ছেদ বা বিবাহবহির্ভুত সম্পর্ক সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিবেচিত। সেখানকার বেকারত্ব এবং দারিদ্র্য এশিয়া অপেক্ষা ভিন্নতর। কিন্তু বাংলাদেশ-ভারতসহ এশিয়া-আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে সামাজিক সমস্যার ধরন, চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য আলাদা। এখানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হল:

ক) দারিদ্র্য (Poverty): দারিদ্র্য হচ্ছে অর্থনীতির একটি নেতিবাচক অবস্থা। মানুষের অর্থনৈতিক দুর্বলতা, অসচ্ছলতা ও অক্ষমতা হলো দারিদ্র্য। আভিধানিক অর্থে, 'দারিদ্র্য' বলতে অভাব বা অনটনকেই বুঝায়। দারিদ্র্য মানে মৌলিক সামর্থ্যের অভাব। ন্যূনতম খাদ্য, পরিধেয় বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসা মানুষের মৌলিক অধিকার। এ অধিকার নিশ্চিত করতে না পারা হচ্ছে দারিদ্র্য। আয়ের স্বল্পতা, জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণে ব্যর্থতা, নিরাপত্তাহীনতা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সুযোগের অভাবের মাধ্যমে দারিদ্র্যের প্রকাশ ঘটে। দারিদ্র্য পরিমাপে এবং এর স্বরূপ বিশ্লেষণে 'দারিদ্র্য সীমা' ধারণাটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। যারা দৈনিক ২১১২ ক্যালরির কম খাবার পায় তারা দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থান করে। আর যারা ১৬০০ ক্যালরিরও কম খাবার পায় তারা চরম দারিদ্র্যের শিকার। সমাজবিজ্ঞানী গিলিনের মতে, দারিদ্র্য এমন একটি অবস্থা যাতে কোনো ব্যক্তি তার সমাজের অন্যদের সমমানে জীবন যাপন করতে পারে না এবং সে কারণে কার্যকর সামাজিক ভূমিকা পালনের জন্য দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতা এবং দক্ষতা অর্জনে অক্ষম। বস্তুত দারিদ্র্য নিরঙ্কুশভাবে কেবল আর্থিক অবস্থার সাথে সম্পর্কিত নয়। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা হচ্ছে দারিদ্র্য। বস্তুত দারিদ্র্য হচ্ছে ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সম্পদ, শিক্ষা এবং স্বাধীনতা থেকে বঞ্চনা ও বিচ্ছিন্নতা।

খ) বেকারত্ব (Unemployment): সাধারণত কর্মক্ষম ব্যক্তির কর্মসংস্থানের অভাবকে বেকারত্ব বলা হয়। কেউ যদি ইচ্ছাপূর্বক কাজ না করে অলস-অবসর সময় কাটায় তবে তাকে বেকার বলা যায় না। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কর্মক্ষম ব্যক্তির কর্মসংস্থান না হওয়াকে বেকারত্ব বলে। অর্থাৎ কর্মক্ষম ব্যক্তির অনিচ্ছাকৃত কর্মহীনতা হল বেকারত্ব। পঙ্গু, অক্ষম, কাজ করতে অনিচ্ছুক ব্যক্তির কর্মহীনতা বেকারত্বের আওতায় পড়ে না। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কর্মক্ষম মানুষ ছুটিছাটা বাদ দিয়ে যদি প্রতিদিন আট ঘণ্টা কাজ পায়, তবে তাকে কর্মে নিযুক্ত ধরা যাবে। এর বাইরে যারা পড়েন তারা বেকার, অর্ধবেকার বা ছদ্মবেকার।

গ) মাদকাসক্তি (Drug addiction): মাদক দ্রব্যের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে মাদকাসক্তি। তরল মদ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককালের হিরোইন, ইয়াবাসহ এলকোহল সমৃদ্ধ যে কোনো দ্রব্যের প্রতি অনিয়ন্ত্রিত আসক্তি বা আগ্রহকে মাদকাসক্তি বলে। গাঁজা, চরস যেমন নেশাদ্রব্য হিসেবে পরিচিত এবং ব্যবহৃত হয় তেমনি ফেনসিডিলসহ কিছু ঔষধও নেশাদ্রব্য হিসেবে বহুলপ্রচলিত। পথশিশু বা বস্তির দরিদ্র ছেলে-মেয়েরা অনেকসময় পলিথিনের মধ্যে জুতার আঠা লাগিয়ে নেশা করে। টিকটিকির লেজ পুড়িয়ে নেশার কথাও শোনা যায়। উপকরণ যা ই হোক না কেনো, কোনো কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী কিংবা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ নেশাদ্রব্য গ্রহণের বিষয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেলে তাকে মাদকাসক্তি বলে।

ঘ) জনসংখ্যা সমস্যা (Population problem): সাধারণভাবে জনসংখ্যা সমস্যা বলতে কোনো দেশের প্রাপ্ত সম্পদ ও চাহিদার তুলনায় জনসংখ্যা অধিক হওয়া। জনসংখ্যা তখনই সমস্যা যখন এটি কোনো দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে

ব্যাহত করে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ টমাস ম্যালথাস এর মতে, কোনো দেশের জনসংখ্যা সে দেশের মোট খাদ্য উৎপাদনের তুলনায় বেশি হলে তা জনসংখ্যা সমস্যা বা জনসংখ্যাস্ফীতি বলে। মূলত জনসংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে একটি সামাজিক সমস্যা। এর ফলে একটি দেশের মোট সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যার আধিক্য থাকে। অধিক জনসংখ্যা দেশের আর্থ-সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। তবে কেবল জনসংখ্যার আধিক্যই সমস্যা সৃষ্টি করে না, কোনো দেশে প্রয়োজনের তুলনায় কম জনসংখ্যাও সমস্যার কারণ হতে পারে। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশে জনসংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি তাই এসব দেশে জনসংখ্যাস্ফীতিই অন্যতম সামাজিক সমস্যা। অন্যদিকে কানাডা, জার্মানি, লিবিয়া ইত্যাদি দেশে প্রয়োজনের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক কম। ফলে এসব দেশে স্বল্প জনসংখ্যাই জনসংখ্যা সমস্যা।

ঙ) দুর্নীতি (Corruption): সাধারণ অর্থে দুর্নীতি হচ্ছে সততা, নীতি বা নৈতিকতা পরিপন্থী কাজ। ব্যাক্তিগত স্বার্থে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার হচ্ছে দুর্নীতি। বস্তুত দুর্নীতি প্রায়শ ক্ষমতার সাথে যুক্ত। যে দুর্নীতি করে সে কোনো না কোনোভাবে ক্ষমতার অধিকারী। তবে সব ক্ষমতাধর ব্যক্তিই দুর্নীতিবাজ নন। ঘুষ লেনদেন, সম্পদ আত্মসাৎ, স্বজনপ্রীতি, চাঁদাবাজী, প্রতারণা, দায়িত্বে অবহেলা, ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদি দুর্নীতি বলে পরিগণিত।

বাংলাদেশে আরো অসংখ্য সামাজিক সমস্যা রয়েছে। সাম্প্রতিক কালের জঙ্গিবাদ, উগ্র সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাস ও মৌলবাদ মারাত্মক সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। নারী নির্যাতন, যৌন হয়রানি (ইভটিজিং) বা নারীর প্রতি বৈষম্যও দেশের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা। যৌতুক এবং বাল্যবিবাহের বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরি হলেও সমাজ থেকে এখনো এ সমস্যা পুরোপুরি দূরীভুত হয়নি। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলেও বন্ধ হয়নি ভিক্ষাবৃত্তি। বস্তুত বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল একটি দেশে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা বিদ্যমান থাকা অস্বাভাবিক নয়। স্বল্পায়তনের এ দেশটিতে ষোল কোটি মানুষের বসবাস দারিদ্র্য, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, বাসস্থান সঙ্কট ইত্যাদি সামাজিক সমস্যাকে আরো তীব্র করে তুলেছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	প্রধান প্রধান সামাজিক সমস্যাগুলো চিহ্নিত করুন।	**সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

স্থান ও কালভেদে সমাজে নানা ধরনের সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। কোনো কোনো সমস্যা মানুষের জীবন-জীবিকার সাথে সম্পর্কিত; যেমন দারিদ্র্য। আবার কোনো কোনো সমস্যা জীবন-মান তথা ভালোভাবে বেঁচে থাকার সাথে সম্পর্কিত; যেমন দুর্নীতি। মাদকাসক্তির মত সমস্যা সমাজে অশান্তি ও নৈরাজ্য তৈরি করে। জনসংখ্যা সমস্যা আরো অনেক সমস্যাকে জটিল করে তোলে। যৌতুকপ্রথা, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি একটি সমাজের অনগ্রসরতার পরিচায়ক। সামগ্রিকভাবে প্রতিটি সামাজিক সমস্যাই সমাজের জন্য ক্ষতিকর। এসব সমস্যা নিরসন করতে না পারলে কোনো সমাজই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছতে পারবে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। দৈনিক কত ক্যালোরির কম খাদ্য গ্রহণ করলে তাকে হতদরিদ্র বলা হয়?
(ক) ২২০০ ক্যালোরির কম (খ) ২০০০ ক্যালোরির কম
(গ) ১৮০০ ক্যালোরির কম (ঘ) ১৬০০ ক্যালোরির কম

২। 'কোনো দেশের জনসংখ্যা সে দেশের মোট খাদ্য উৎপাদনের তুলনায় বেশি হলে তা হবে জনসংখ্যা সমস্যা'– কে বলেছেন?
(ক) টমাস ম্যালথাস (খ) সিগমুন্ড ফ্রয়েড
(গ) কার্ল মার্কস (ঘ) ম্যাক্স ওয়েবার

পাঠ-১৫.৪ সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধের উপায়
Way-out of Preventing Social Problems

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধের উপায় বর্ণনা করতে পারবেন;
- সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে আইন ও বিধিবিধান প্রয়োগের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধের উপায়, আইন ও বিধিবিধান প্রয়োগের গুরুত্ব।

সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধের উপায় (Way-out of Preventing Social Problems)

সামাজিক সমস্যার যেমন বিভিন্ন ধরন রয়েছে, তেমনি এগুলো প্রতিরোধের উপায়ও পৃথক। দারিদ্র এবং মাদকাসক্তি, দুর্নীতি কিংবা জনসংখ্যা সমস্যা অভিন্ন উপায়ে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। সামাজিক সমস্যার ধরন ও প্রকৃতি অনুযায়ী এর প্রতিরোধের উপায় নির্ধারণ করা আবশ্যক। তবে সামগ্রিকভাবে সামাজিক সমস্যাসমূহের মধ্যে এক ধরনের সাদৃশ্য রয়েছে। সব সমস্যাই সমাজ থেকে উদ্ভুত এবং তা সমাজের মানুষকেই প্রভাবিত বা ক্ষতিগ্রস্থ করে। এখানে সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধের কিছু সাধারণ উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

১। সামাজিক গবেষণা: সামাজিক গবেষণার মাধ্যমে সঠিক তথ্য উদঘাটন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনার মাধ্যমে সামাজিক সমস্য প্রতিরোধের উপায় বের করা যায়। বিদ্যমান সম্পদ, সুযোগ-সুবিধা, ঝুঁকি, সবলতা, দুর্বলতা ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে সামাজিক সমস্যা নিরসনের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব।

২। কৃষি উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও সেবাখাতের সম্প্রসারণ: দারিদ্র্য নিরসন, বেকারত্ব হ্রাস এবং মাদকাসক্তি থেকে পরিত্রাণের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থান অপরিহার্য। এজন্য কৃষি উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও সেবাখাতের সম্প্রসারণের বিকল্প নেই। ১৬ কোটি মানুষের এই দেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। খাদ্য ছাড়াও অর্থকরী ফসল, শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনে কৃষি উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন অপরিহার্য। যে দেশে যতবেশি শিল্পায়ন হয়েছে সে দেশ ততবেশি উন্নত। শিল্পে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মানুষের আয় বৃদ্ধি দারিদ্র্য নিরসনে কার্যকর ভূমিকা রাখে। পরিবহন, ব্যাংক-বীমা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন সেবাখাতের সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন কেবল দারিদ্র্য নিরসন করবে না, দেশকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারে।

৩। প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার: আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার করে দারিদ্র্য নিরসন করা যায়। প্রাকৃতিক সম্পদের আবিষ্কার, আহরণ এবং পরিপূর্ণ ব্যবহার দেশের চেহারা পাল্টে দিতে পারে। যেমন, বঙ্গোপসাগরে বিরাট মৎস্যভাণ্ডার, দেশের উর্বর ভূমি, জলাশয়, গ্যাসসহ খনিজ সম্পদের কার্যকর ও সমন্বিত ব্যবহার দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

৪। জনশক্তির উন্নয়ন ও সবার জন্য কর্মসংস্থান: দেশের বিপুলসংখ্যক কর্মক্ষম লোকের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তাদেরকে উৎপাদনশীল জনশক্তিতে পরিণত করা যায়। দেশে-বিদেশে এদের কর্মসংস্থান হলে দেশের দারিদ্র্য এবং বেকারত্ব হ্রাস পাবে। নারীসহ কর্মক্ষম সবার জন্য শিক্ষা এবং উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হলে অনেক সামাজিক সমস্যা হ্রাস পাবে।

৫। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি: অক্ষম, অসহায়, বেকার এবং বিভিন্ন বিপর্যয়মূলক পরিস্থিতির শিকার নির্ভরশীল মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান দারিদ্র্য-বিনাসী কর্মসূচি হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। সরকারের 'একটিবাড়ি একটি খামার', 'আশ্রয়ন' বয়স্ক ভাতা, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা, দুস্থ নারী, দরিদ্র গর্ভবতী ও প্রসূতি নারী জন্য ভাতা ইত্যাদি কর্মসূচি দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক। এছাড়া ভিক্ষুক, বিকলাঙ্গ, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উপযোগী কর্মসংস্থান তৈরি করে সমাজের মূলধারায় পুনর্বাসন করা করা হলে তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

৬। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণঃ দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে কর্মক্ষম এবং উপার্জনক্ষম করতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। দেশে-বিদেশে যেখানেই হোক, মানসম্মত মজুরির জন্য বিশেষ দক্ষতা থাকা জরুরি। এজন্য দেশের প্রতিটি নাগরিককে কর্মমুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিশেষভাবে দক্ষ করে তুলতে পারলে সামাজিক সমস্যা বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

৭। গণতন্ত্র ও সুশাসনঃ নিরবচ্ছিন্ন গণতন্ত্র দেশের অনেক সামাজিক সমস্যা হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সুশাসন, দুর্নীতি প্রতিরোধ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা যেকোনো দেশ ও সমাজের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

৮। জনসচেতনতাঃ অধিকাংশ সামাজিক সমস্যা নিরসনের জন্য জনসচেতনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সচেতনতা পরিবারে যেমন অপরিহার্য, তেমনি সমাজেও। মাদকাসক্তি, দুর্নীতি, বাল্যবিবাহ, যৌতুকপ্রথা, অধিক জনসংখ্যা, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব প্রভৃতি সমস্যা সমাধানে জনসচেতনতা অপরিহার্য।

৯। সামাজিক আন্দোলনঃ সামাজিক সমস্যা নিরসনে সামাজিক আন্দোলন একটি কার্যকর উপায়। সমাজের সব শ্রেণি-পেশার মানুষ ঐকবদ্ধভাবে কোনো সমস্যা প্রতিরোধে সোচ্চার হলে সফলতা অনিবার্য। দুর্নীতি, মাদকাসক্তি, বেকারত্ব, বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রথা, নারী নির্যাতন ইত্যাদি সমস্যা নিরসনে সামাজিক আন্দোলনই সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।

১০। আইনের কঠোর প্রয়োগঃ কিছু সামাজিক সমস্যা সমাজ ও আইনের পরিপন্থী। অর্থাৎ এ ধরনের সমস্যা যার বা যাদের দ্বারা সংঘটিত হবে তাদেরকে আইনের আওতায় শাস্তি পেতে হবে। দুর্নীতি, মাদকসেবন, বাল্যবিবাহ, যৌতুক লেনদেন ইত্যাদি প্রতিরোধে আইনের কঠোর প্রয়োগ অত্যন্ত কার্যকর।

সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে আইন ও বিধিবিধান প্রয়াগের গুরুত্ব

১৫.৩ নম্বর পাঠে আমরা বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এসব সমস্যাকে মোটাদাগে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। ক) কিছু সমস্যা দ্বারা মানুষ আক্রান্ত হয়। অর্থাৎ এ ধরনের সমস্যা নিমজ্জিত হতে মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা খুব বেশি ভূমিকা রাখে না। মানুষ অনেকটা পরিস্থিতির শিকার হয়। যেমন দারিদ্র্য, বেকারত্ব। খ) কিছু সমস্যা মানুষ নিজেই তৈরি করে এবং এগুলো সামাজিক রীতিনীতি এমনকি আইনের পরিপন্থী। অর্থাৎ এমন কিছু সামাজিক সমস্যা রয়েছে যেগুলো সমাজের জন্য অবাঞ্ছিত এবং মানুষের আচরণের সাথে সম্পর্কিত। মানুষ ইচ্ছা করলেই এগুলো পরিহার করতে পারে এবং সেটিই কাম্য। যেমন মাদকাসক্তি, দুর্নীতি, যৌতুকপ্রথা, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি। এ ধরনের সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে আইন এবং বিধিবিধান প্রণয়ন করা হয়। কেউ আইন অমান্য করলে তাকে শাস্তি পেতে হয়। অর্থাৎ যেসব সামাজিক সমস্যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ সেসব সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে আইন এবং বিধিবিধান অত্যন্ত কার্যকর।

দুর্নীতি, বাল্যবিবাহ, যৌতুক আদান-প্রদান, প্রকাশ্যে মাদকসেবন বা মাতলামি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ ধরনের সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে কেবল জনসচেতনতা যথেষ্ট নয়। আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে এ ধরনের সমস্যা প্রতিরোধ করা জরুরি। দুর্নীতিবাজের শাস্তি না হলে এর নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব। মাদকদ্রব্য বহন, বিপনন, সেবন প্রতিটি পর্যায়ে আইনের কঠোর প্রয়োগ হলে মাদকাসক্তি নিয়ন্ত্রণ সহজতর হয়। বাল্যবিবাহ, যৌতুক লেনদেন, নারী নির্যাতন প্রতিটি ক্ষেত্রেই আইনগত প্রতিকার অপরিহার্য। নিরক্ষর, অসচেতন কিংবা বিশেষ পরিস্থিতির শিকার যেকোনো অভিভাবক অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতে আগ্রহী হতে পারেন। কাউন্সেলিং করেও তাদেরকে অনেক সময় নিবৃত করা যায় না। কিন্তু যদি বলা হয়, এটি বেআইনী, পুলিশ এসে আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে পারে, বিচারে এক বছরের জেল হতে পারে তবে বাল্যবিবাহ থেকে সংশ্লিষ্ট অভিভাবকরা বিরত থাকতে পারেন। যৌতুক বা মাদক সেবনের ক্ষেত্রেও এ প্রক্রিয়াটি কার্যকর।

যেসব সামাজিক সমস্য মানুষের আচরণের সাথে যুক্ত সেগুলো প্রতিরোধের জন্য আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ জরুরি। আইনের মাধ্যমে সমস্যাটিকে প্রথমে অপরাধ বলে চিহ্নিত করা হয়। অতঃপর আইন অমান্য করে অপরাধ সংঘটিত হলে সে জন্য অপরাধীকে শাস্তি ভোগ করতে হয়। শাস্তি হিসেবে কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড প্রদান করা হতে পারে। যেমন নির্ধারিত স্থানে (পাবলিক প্লেসে) প্রকাশ্যে ধূমপান এখন শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত প্রকাশ্যে ধূমপানকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি, ততদিন অন্যের ক্ষতি হওয়া সত্বেও ধূমপায়ীরা প্রকাশ্যে ধূমপান থেকে বিরত হননি। দুর্নীতি, মাদকসেবন, যৌতুক লেনদেন, নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই এরূপ দৃষ্টান্ত প্রযোজ্য। মানুষ স্বভাবত 'শক্তের ভক্ত, নরমের যম'। কেবল ভালো কথায় দুষ্টু মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা যায় না। এ জন্যই আইন করে অপরাধের শাস্তি বিধানের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধের বিশেষ গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধের উপায়গুলো একটি ছকে লিপিবদ্ধ করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সামাজিক সমস্যা সমাজের এক অনিবার্য বাস্তবতা। তবে এটি দুর্জয় নয়। সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ বা দূর করতে অনেক কার্যকর উপায় রয়েছে। সমাজের মানুষ সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করলে কোনো সমস্যাই স্থায়ী রূপ লাভ করতে পারে না। সমস্যা নিয়ে গবেষণা, সমস্যার কারণ নিরূপণ, প্রয়োজনে বিকল্প ব্যবস্থার উদ্ভাবন, শিক্ষা, সচেতনতা, সামাজিক আন্দোলন ইত্যাদি সামাজিক সমস্যা নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সমস্যা প্রতিরোধে সরকারের সদিচ্ছা থাকতে হয়। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে শাস্তির বিধান করে সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোনটি সামাজিক সমস্য নিরসনে অধিকতর কার্যকর?

(ক) অকঠামো উন্নয়ন (খ) শিক্ষা ও জনসচেতনতা

(গ) আইন ও বিধিবিধান (ঘ) খ ও গ উভয়

২। কোন ধরনের সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ বেশি কার্যকর?

(ক) যেসব সমস্যা দ্বারা মানুষ আক্রান্ত (খ) যেসব সমস্যার সাথে মানুষের আচরণ এবং ইচ্ছা-অনিচ্ছা যুক্ত

(গ) যেকোনো সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রেই (ঘ) কোনোটিই নয়

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৫.১ ঃ ১। গ ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৫.২ ঃ ১। ঘ ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৫.৩ ঃ ১। ঘ ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৫.৪ ঃ ১। ঘ ২। খ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন ঃ ১। গ ২। ঘ ৩। ঘ ৪। ক

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন

১। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

কুলসুম-উমর আলি দম্পতির সাত ছেলেমেয়ে। উমর আলি ক্ষুদ্র ব্যবসা করে। কুলসুমও নানাভাবে সংসারে সাহায্য করে। কিন্তু তাদের 'নুন আনতে পান্তা ফুরায়' অবস্থার অবসান হয়নি। তাদের ছেলে-মেয়েরা কেউই স্কুলের গণ্ডি পার হয়নি। বড় এবং মেজ ছেলে চেষ্টা করেও ভালো কাজের সন্ধান পাচ্ছে না। উমর আলি তার বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন মাত্র ১৪ বছর বয়সে। যৌতুক দিতে না পারায় অনেক নির্যাতনের পর মেয়েটি আবার বাবার বাড়ি ফেরৎ চলে এসেছে। সবার ছোট মেয়েটি ভীষণ রোগা। উমর আলির স্ত্রীরও শরীর-স্বাস্থ্য ভালো নেই। অসুস্থ স্ত্রী এবং স্বামী পরিত্যাক্তা মেয়ের নামে সে ভিজিডি-ভিজিএফ কার্ডের জন্য চেষ্টা করেছিল। কিন্তু গ্রামের মেম্বারকে দুই হাজার টাকা দিতে না পারায় সে কার্ডও উমর আলি করাতে পারেনি। সবমিলিয়ে উমর আলি এক দিশেহারা অবস্থায় দিনাতিপাত করছেন।

(ক) সামাজিক সমস্যা কাকে বলে? ১

(খ) উদ্দীপকটিকে কয় ধরনের সামাজিক সমস্যা বর্ণিত হয়েছে? কি কি? ২

(গ) সামাজিক সমস্যার পাঁচটি কারণ লিখুন? ৩

(ঘ) সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধের উপায় ব্যাখ্যা করুন। ৪

২। নিচের চিত্রোদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

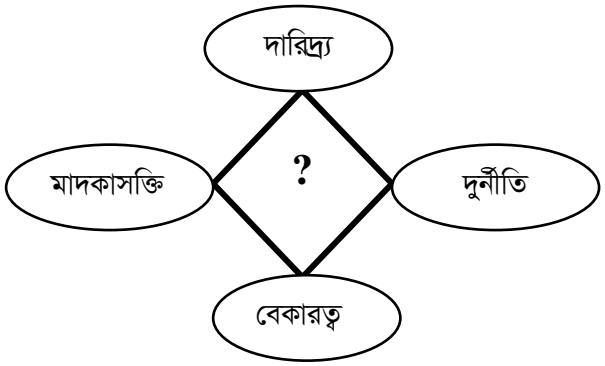

(ক) প্রশ্নবোধক চিহ্নের স্থলে কী লিখতে হবে? ১

(খ) সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন। ২

(গ) বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সামাজিক সমস্যাগুলো কি কি? ৩

(ঘ) সামাজিক সমস্যার কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করুন। ৪